৩৪ নম্বরও শেষ হয়ে গেল বস্! নানা টানা হ্যাঁচড়া, সেই একই ঘটনা, বলাই যায়, স্টল শেষ হতে না হতেই বই ঢোকানো, বই ঢোকে তো মানুষ আসে না, তারই মধ্যে একটানা মাইকে ভাব সঙ্গীত। ভাবের বাড়াবাড়ি বলা যায়। গত বছর থেকে শুরু হয়েছে এই ভাবের গুঁতো। 'বই ডাকছে বই' — ক্রমাগত এই গান শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। ভালো হলে তবু কথা ছিল...। কাকে অনুরোধ জানাব? গিল্ডকে? এবার ছিল 'মেক্সিকো' থিম প্যাভিলিয়ন। আহা! ফলে ঐ 'বই' এর স্প্যানিশ ভার্শান কান নাক সব কিছুর ডগায় খেপে খেপে। আমরা অনেক কিছু বোঝবার চেষ্টা করলাম, শুধু সেই স্প্যানিশ গানের মধ্যে দুটো শব্দ বোধগম্য হল, 'কলকাতা বইমেলা'। আমাদের একমাত্র স্প্যানিশ মাস্টারকে ধরলাম। সে শেখাতে চেয়েছিল অনেক কিছু — আমরা শুধু 'লিবরো' মানে কি, শিখেছি। বই। কবে 'চীন' হবে থিম প্যাভিলিয়ন? তখন একজন চীনী মাস্টার দরকার পড়বে। সন্ধানে থাকলে অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন স্টলে। ডিং ডং।

কিছু মনোভাব, কিছু মতামত, কিছু পাওয়া আর না পাওয়া

অ্যালপাইনে ব্যাগ পাইনি — ভালো ব্যাগ। যেরকম চাচ্ছিলাম সেরকম পাইনি। একটা ভালো রান্নার বই পাচ্ছি না। কতবার বসু রঞ্জনকে বললাম, সঙ্গে যেতেই চায় না। খালি মাইক্রোওয়েভের গল্প করে।

পাহাড়িয়া প্রণব দে

কী খুঁজেছি মনে পড়ছে না। আদৌ কিছু খুঁজেছি কি? আমি বোধহয় মানুষ খুঁজতে আসি। তা পেয়েছি। বন্ধু। তবে হ্যাঁ, ফেরার পথে বাস পাইনি।

রঞ্জন বসু

এই বইমেলাতে রমেন্দ্র কুমার আচার্য চৌধুরীর 'ব্রহ্ম কিংবা পুঁতির মউরি' বইটা চেয়েও পাওয়া গেল না। তরুণ শিল্পী রাজু দেবনাথের কবিতার বই ইউ বি অডিটোরিয়ামে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বোধন করতে গেলে রাজু বইটি withdraw করে নেয় এবং ২ নং হলে (শ্যামা) তার বইটি আমাকে উদ্বোধন করতে হয়।

সামনের ৪০৭ নং স্টলে বিজ্ঞাপন ছিল একটি বইয়ের — 'রবীন্দ্র সমকালীন কয়েকজন গৌণ কবির প্রেম ও বিরহ ভাবনা'। খুব জানার ইচ্ছে ছিল সেইসব গৌণ কবি কারা কারা! বইটাই পাওয়া গেল না। আর সামনের আর একটি স্টল ৪৯২, যেখানে 'গ্যালিলিও-ডারউইন বিজ্ঞান জাঠা' — এই শীর্ষক একটি গানের CD মাত্র ২৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল, সারাদিন সেটা দেখেই গেলাম। গানগুলো আর শোনা হল না!

বারীন ঘোষাল

শেষ মেলা গিয়েছিলাম ময়দানে। আর আজ এত বছর পরে — এত সরু সরু, নোংরা আর বিপদ সঙ্কুল। এবং যেখানে নিরাপত্তার অভাব দেখলাম। এত সাধের বইমেলা, এত আনন্দের, এত গর্বের! একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হিসাবে, কলকাতাকে ভালোবেসে অনেক কিছু মনে হয়। মনে হয়, কেন গিল্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের মতো কবি, লেখক, শিল্পীদের একবার সুযোগ দেন না একটা বইমেলার, আমাদের স্বপ্নের বইমেলার Layout করতে! ঠিক 'মোটরহোম'-এর মতো।

শংকর লাহিড়ী

এতদিনে পূর্ণ কৌরব। এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, বইমেলার ছাড়পত্র একমাত্র কৌরবকে, পাবলিশার গিল্ড যখন দিচ্ছে, হাততালিতে আকাশ। আনন্দে, বাংলা ভাষা! আর কার কৌরব ছাড়া, নিজস্ব ভুবন! নীলুর জন্য বারবার শূন্যতা। নীল ঢেলেও আমার ধুতি সাদা হল না, এবার, হেঃ!

কমল চক্রবর্তী

রাজকুমারদা এবার কৌরব ছেয়ে। কৌরব ১০৯ এর প্রচ্ছদ, Page Mark এবং স্টল সাজানোতে তাঁর আঁকা তিনটে ছবি। অসাধারণ!

মাথা কাঁপে বলে আজকাল কিছু লিখতে পারি না। আজ সরভাজা আগে খাই। পরে লিখবো। কৌরব ৪০৫ এর স্টল যেন আমার বাগান, বা কুসুমিত কবর।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

এই প্রথম কৌরব থেকে বই বেরোলো এঁদের দুজনের। শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিতাবাঘ শহর' এবং প্রদীপ চক্রবর্তীর 'ছাতিম হরবোলা'। দেখি এঁরা কী বকছেন—

'যে লেখা অন্য কারুর লেখার কথা' বলে ন্যাকামি মেরে চলে যাওয়া যেত, কিন্তু যাবে না কারণ সুদেষ্ণা মজুমদার নাম্নী দানবীয় সতীর্থা (যে চিতাবাঘ শহর ছেপে ফেলেছে) আমাকে চেপে দেবে একটা 'H' কম Type করে। তাই বলি বেশ মজা লাগছে, সুড়সুড়ি লাগছে সেন্টুতে (আমার এমনিতে সে সব বেশি)।

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আসুন, পাগলাদের মানসিক চিকিৎসালয়ে। 'কৌরব আরোগ্য নিকেতন'। এখানেই আমি। নাম ঃ 'ছাতিম হরবোলা'। স্টেজ শো পারফরমেন্সে আমারই সহযোদ্ধা, সুদেষ্ণা মজুমদার। এ 'শো'-এর প্রস্তুতি যার ভালোবাসায়, তিনি সু-বারীন। আরে, কৌরবে আমি..., কৌ - র - বে...। হা - হা - হি - হি... শালা, হোমোদের সদ্দার চোখ পাকাচ্ছে যে...। গুরু, এক খেল দেখালে মাইরি... হাম্বা...।

প্রদীপ চক্রবর্তী